স্মৃতির লক্ষণ ব্যাখ্যা ও প্রত্যভিজ্ঞার সাথে স্মৃতির পার্থক্য নির্ণয়।

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে আমরা পাই সপ্ত পদার্থের অন্যতম গুণ, যা বৈশেষিক মতে ২৪ প্রকার। তাদের মধ্যে বুদ্ধি এক প্রকার অন্যতম গুণ, যা আবার স্মৃতি এবং অনুভব ভেদে দু-প্রকার। আমরা জানি আত্মাতে জ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। আর ন্যায়-বৈশেষিক মতে, স্মৃতি ও অনুভব এই দু-প্রকার জ্ঞানই জীবাত্মার জ্ঞানের বিভাগ। কিন্তু পরমাত্মার কোন স্মৃতি হয় না।

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে স্মৃতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - ‘‘সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ’’ অর্থাৎ যে জ্ঞান কেবলমাত্র সংস্কার থেকে জন্মায়, তদতিরিক্তের কোন বিষয় থেকে নয়, তাকে বলে স্মৃতি। আমরা জানি স্মৃতি বা স্মরণ হল পূর্বে উপলব্ধ বিষয়ের পরবর্তীকালে মানসিক উদ্দীপন। একটি বিষয় আমরা যখন দেখি বা শুনি অর্থাৎ অনুভব করি, তখন তা মনেতে একটি দাগ কাটে বা ছাপ ফেলে। পরবর্তীকালে তা স্মৃতি উৎপন্ন হতে সাহায্য করে। এই যে দাগ বা ছাপ, তাকেই বলে সংস্কার। বেগ, ভাবনা এবং স্থিতিস্থাপকতা - এই ত্রিবিধ সংস্কারই স্মৃতির কারণ হয়। অন্য দুটি সংস্কার আত্মাতে থাকে না। সুতরাং বলা যেতে পারে কেবলমাত্র ভাবনা নামক সংস্কার থেকে উৎপন্ন জ্ঞানই স্মৃতি।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত স্মৃতির লক্ষণটিকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে কোন দোষ আসে কিনা। লক্ষণে ব্যবহৃত শব্দগুলি ব্যবহারে সার্থকতা রয়েছে। শব্দগুলি হল - জ্ঞান, সংস্কারজন্য ও মাত্র। জ্ঞান শব্দটি বাদ দিলে লক্ষণটি দাঁড়ায় 'সংস্কারমাত্রজন্যং স্মৃতিঃ' অর্থাৎ সংস্কারমাত্রজন্য থেকে যা উৎপন্ন হয় তাই হল স্মৃতি। সংস্কার ধ্বংসও সংস্কার থেকে উৎপন্ন হয়। সংস্কার কারণরূপে নিয়ত পূর্ববৃত্তি হলে সংস্কারধ্বংসরূপ কার্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু সংস্কারধ্বংস জ্ঞান পদবাচ্য নয়। তাই 'জ্ঞান' শব্দটি লক্ষণে ব্যবহৃত হলে আর সংস্কারধ্বংসে স্মৃতির লক্ষণের অতিব্যাপ্ত হবে না।

আবার স্মৃতির লক্ষণ থেকে ‘সংস্কারজন্য’ পদটি বাদ দিলে স্মৃতির লক্ষণ হবে, ‘মাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতি’ অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই স্মৃতি। ফলে ঘট, পটাদি প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানে স্মৃতির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে। কারণ এগুলি সবই জ্ঞান। কিন্তু ঘট, পটাদি প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান সংস্কারজন্য নয় বলে ‘সংস্কারজন্য’ পদটি স্মৃতির লক্ষণে যুক্ত থাকায় আর অতিব্যাপ্তি হবে না।

পরিশেষে স্মৃতির লক্ষণে প্রদত্ত ‘মাত্র’ পদের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা যেতে পারে। ‘মাত্র’ শব্দ বাদ দিলে স্মৃতির লক্ষণটি হবে ‘সংস্কারজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ’ অর্থাৎ যে জ্ঞান সংস্কার থেকে জন্মায়, তাকে স্মৃতি বলে। কিন্তু স্মৃতির লক্ষণটি এরূপ হলে প্রত্যভিজ্ঞাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ প্রত্যভিজ্ঞাও সংস্কার থেকে জাত। আবার এটি এক প্রকার জ্ঞানও বটে। ফলে প্রত্যভিজ্ঞাতে স্মৃতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ‘মাত্র’ পদটি লক্ষণে প্রদত্ত হলে আর অতিব্যাপ্তি দোষ হবে না। কারণ, প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কারজন্য হলেও কেবল সংস্কারজন্য নয়। তৎসহ ইন্দ্রিয়াদি কারণেরও প্রয়োজন হয়। বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার জন্য আমরা নিম্নে উক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্য নিতে পারি।

পূর্বে যে বিষয় প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, তার একটি সংস্কার মনের মধ্যে থাকে। পরে যখন পুনরায় সেই বিষয় প্রত্যক্ষ করা হয় এবং তখন যদি ঐ পূর্বতন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, তবে ঐ উদ্বুদ্ধ সংস্কারের সহিত পুনঃ প্রত্যক্ষকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। যেমন কলকাতায় যখন দেবদত্তকে প্রথম দেখেছিলাম, তখন জ্ঞান হয়েছিল 'অয়ং দেবদত্ত' অর্থাৎ এই দেবদত্ত এবং এর একটি সংস্কার বা ছাপ মনের মধ্যে পড়েছিল। পরে দিল্লিতে পুনরায় দেবদত্তের সঙ্গে চক্ষু সংযোগ হওয়ার সাথে সাথে যদি কলকাতার প্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়, তা হলে জ্ঞান হবে, 'সঃ অয়ং দেবদত্ত' অর্থাৎ এই সেই দেবদত্ত।

আর এরূপ জ্ঞানকে দর্শনের পরিভাষায় প্রত্যভিজ্ঞা বলে। এই জ্ঞানের উৎপত্তিতে যেমন সংস্কার কারণ হয়, তেমনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও কারণ হয়। তাই প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কারজন্য হলেও স্মৃতি নয়, বরং ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানই। তাই স্মৃতির লক্ষণে 'মাত্র' পদ না দিলে 'প্রত্যভিজ্ঞা'তে অতিব্যাপ্তি দোষ হত অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞাও স্মৃতি হিসাবে গণ্য হত। আর এভাবে প্রত্যভিজ্ঞা ও স্মৃতির মধ্যে পার্থক্য বোঝা গেল।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ‘মাত্র’ শব্দের যথাশ্রুত(প্রচলিত) অর্থ গ্রহণ করলে স্মৃতির লক্ষণের অর্থ দাঁড়ায় যে জ্ঞান কেবল সংস্কার থেকে জন্মায়, সংস্কার ভিন্ন অন্য কোন কারণ থেকে নয়, তাকে বলে স্মৃতি। ‘মাত্র’ শব্দের যদি এই অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে স্মৃতির লক্ষণে অসম্ভব দোষ দেখা দেবে। কারণ লক্ষণটি কোন স্মৃতি স্থলে প্রযোজ্য হবে না। স্মৃতি যেহেতু জ্ঞান, তাই তা একটি ভাব কার্য। অন্যান্য ভাব কার্যের ন্যায় স্মৃতির উৎপত্তিতেও সমবায়ী কারণ আত্মা, অসমবায়ী কারণ আত্মামনঃসংযোগ ইত্যাদি কারণাদির প্রয়োজন।

সুতরাং কেবল নিমিত্ত কারণ সংস্কার থেকে স্মৃতি উৎপন্ন হতেই পারে না। ফলে কোন স্মৃতিতে লক্ষণ যাবে না। লক্ষণে অসম্ভব দোষ হবে। এই অসম্ভব দোষ নিবারণকল্পে ‘মাত্র’ শব্দের দ্বারা আত্মা আদি কারণের নিষেধ না বুঝিয়ে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের নিষেধকে বুঝতে হবে। তাহলে আমরা সহজ করে বলতে পারি যে জ্ঞানে সংস্কার মাত্রই কারণ হয়, চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় নয়, তা হল স্মৃতি। ‘মাত্র’ শব্দের এরূপ অর্থ করলে স্মৃতির লক্ষণ প্রত্যভিজ্ঞাতেও অতিব্যাপ্তি হবে না।

পরিশেষে বলা যায়, স্মৃতিভিন্ন জ্ঞান হল অনুভব। অতএব অনুভব ও স্মৃতি পৃথক। আবার অনুভব থেকেও স্মৃতি পৃথক। প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রমাও বলা যায় না। প্রমা হল যথার্থ অনুভব। অনুভব কখনও সংস্কার থেকে জন্মায় না। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কারণ জন্য জ্ঞান হল অনুভব। আর সংস্কারমাত্র জাত জ্ঞান হল স্মৃতি। আর সংস্কার সহকৃত ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান হল প্রত্যভিজ্ঞা। সুতরাং পরস্পর প্রত্যেকে পৃথক।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ